দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শিক্ষা নীতিমালার বাস্তবায়ন চাই

বিগত সরকার ঘোষণা করেছিলেন মেয়েদের শিক্ষা হবে অবৈতনিক। কিন্তু শহর বা সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন স্কুলগুলো সেই অবৈতনিকের আওতায় পড়ে কিনা তা জানা নেই। কারণ ঢাকার এমপিওভুক্ত স্কুলগুলোতে মেয়েদের কাছ থেকে সমান্তরাল হারে বেতন গ্রহণ করা হচ্ছে।

এ-ছাড়াও এমপিওভুক্ত স্কুলগুলোতে শিক্ষা বোর্ডের নির্ধারিত বই ছাড়াও সাধারণ লেখকদের বই পাঠ্যপুস্তক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ও অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কমিশন হিসেবে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। তাদের নিছক ব্যক্তি-স্বার্থে এহেন অপকর্মের মাশুল দিচ্ছেন অভিভাবকগণ। তাদের এরূপ রীতিনীতির কারণে অনেক ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে।

প্রথম শ্রেণীতে পড় য়া বাচ্চার জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত তিনটি বই বাংলা, ইংরেজি অঙ্ক ছাড়াও অতিরিক্ত ১৩টি বইয়ের তালিকা অর্থাৎ সর্বমোট ১৬টি বই ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে যার সর্বমোট মূল্য ৭০০/৮০০ টাকা। এছাড়াও প্রতি বছরই সেশন ফি বাড়ানো হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, প্রতিটি বইয়ের জন্য ঐ বিদ্যালয়ের মনোগ্রাম খচিত আলাদা আলাদা খাতা থাকতে হবে, যা ঐ বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট লাইব্রেরি থেকে কিনতে হবে এটা কর্তৃপক্ষের মৌখিক নির্দেশ। উল্লেখ্য, ১৬টি বই পড়া ও লেখা একজন কলেজ পড় য়া ছাত্র বা ছাত্রীর পক্ষে সম্ভব নয় বলে মনে করি। অথচ সেখানে প্রথম শ্রেণীর একটি বাচ্চার ওপর তা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। দেখা যাবে ঐ বাচ্চাটি একদিন লেখাপড়ার প্রতি অনাগ্রহী হয়ে ভয়ে ও মনের ক্ষোভে আনন্দ হারিয়ে অধৈর্য হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে পালিয়ে যাবে।

পরিশেষে, এ রকম পরিস্থিতি যাতে আমাদের ভোগ করতে না হয় তার প্রতিকার এবং সঠিক শিক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়নের কার্যকরী পদেক্ষেপ গ্রহণ করে গরিব এবং দুস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েরা যেন একই পদ্ধতিতে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ রফিক, *লালমোহন, ভোলা।*